দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 1 APR 2017
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ২ ...

শিক্ষা

# এবার এইচএসসি পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁস না হওয়ার গ্যারান্টি চাই

মীর আব্দুল আলীম

লেবু বেশি চিপলে যেমন তিতা হয়; পরীক্ষা প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা তেমনই তিক্ত হয়ে গেছে দেশবাসীর কাছে। প্রতিনিয়ত প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা ঘটছে, প্রতিকার হচ্ছে না। ২০১৭ সালের এইচএসসি পরীক্ষা দুই এপ্রিল হতে শুরু হবে। এইচএসসি পরীক্ষা সামনে রেখে দেশবাসীর মাঝে প্রশ্নপত্র ফাঁসের সেই শঙ্কা এবারও রয়েই গেছে। জনমনে এ আতঙ্ক দূর করতে পারছে না সরকার। এভাবে চলতে পারে না। এবার আর প্রশ্নপত্র ফাঁস হবে না সরকারের কাছে এমন গ্যারান্টি চাই আমরা। রাষ্ট্রের মানুষ তাদের সন্তানদের কল্যাণে এমন গ্যারান্টি চাইতেই পারেন। এভাবে প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনা বেড়ে যাওয়া ভালো কোনো লক্ষণ নয়। এভাবে চলতে থাকলে শিক্ষা ক্ষেত্রে বিপর্যয় নেমে আসবে বৈকি! প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী থেকে উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষার প্রশ্নপত্রও ফাঁস হয়েছে।

প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা নতুন নয়। আমাদের কালেও প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু তখন কেউ হঠাৎ প্রশ্নপত্র পেলেও অল্প সময়ে এক জায়গা হতে আরেক জায়গায় পাঠানো দুঃসাধ্য ছিল। তথ্যপ্রযুক্তির কারণে এখন প্রশ্নপত্র ফাঁস এবং তা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়া সহজ হয়েছে। কথায় আছে, কাঁটা দিয়েই কাঁটা তুলতে হয়। তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমেই প্রশ্নপত্র ফাঁস সমস্যার সমাধান খুঁজতে হবে। প্রশ্নপত্র বিতরণে ভিন্নতা আনতে হবে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে কৌশলী হতে হবে। প্রযুক্তির সুবিধা নিয়ে পরীক্ষার দিন সকালবেলা প্রশ্নপত্র ছাপানো এবং বিতরণ করা যায়। গণিত প্রশ্ন ফাঁসের পর প্রশ্ন ফাঁস রোধে পরীক্ষার দিন প্রশ্নপত্র স্থানীয়ভাবে ছাপা হবে বলে সংশ্লিষ্টরা বিবৃতি দিয়েছেন। বছর তিনেক আগে আমি প্রশ্নপত্র ফাঁস রোধে আমার লেখা কলামে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাছে কয়েকটি সুপারিশ করেছিলাম। তখন শিক্ষা বিশেষজ্ঞরাও এ জাতীয় সুপারিশ পেশ করেন। তা বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয় উদ্যোগীও হয়। কিন্তু দীর্ঘদিনেও সে সুপারিশ বাস্তবায়ন হয়নি। তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে সহজেই প্রশ্নপত্র ফাঁস রোধ করা যায়। আলোচিত সৎ এবং সাহসী ম্যাজিস্ট্রেট রোকন-উদ-দৌলার মতো সরকারি আমলাদের এখানে কাজে লাগাতে হবে। যথানিয়মে বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রশ্নপত্রের নমুনা কপি সংগ্রহ করা হবে। পরীক্ষার রাতে ঐসব সৎ আমলাদের সমন্বয়ে গঠিত একটি দল সংগৃহীত প্রশ্নপত্র থেকে বেছে বেছে নতুন প্রশ্নপত্রের সেট তৈরি করবেন। তথ্যপ্রযুক্তিতে ভরপুর থাকবে ঐ কক্ষ। সেখান থেকে পরীক্ষার আধঘন্টা আগে কেন্দ্রগুলোতে ই-মেইলে প্রশ্ন পাঠাতে হবে। কেন্দ্রে আধঘন্টা আগে শিক্ষার্থীদেরও প্রবেশ করাতে হবে। এ সময়ে প্রিন্টারে প্রশ্ন প্রিন্ট করে পরীক্ষার হলে সরবরাহ করতে হবে। তাতে সুফল মিলতে পারে। এক্ষেত্রে পরীক্ষার জন্য একটি সেন্ট্রাল সার্ভার থাকবে। পরীক্ষার আধঘন্টা আগে কেন্দ্রীয় সার্ভার হতে পরীক্ষা কেন্দ্রে থাকা ট্যাব বা কম্পিউটারে প্রশ্নপত্র পৌঁছে দিতে হবে। অথবা ই-মেইলেও এ কাজটি করা যায়। এক ক্লিকেই কয়েকশ' ই-মেইল পাঠানো সম্ভব। দেশের সবচাইতে বড় পাবলিক পরীক্ষা হলো পিএসসি, যার কেন্দ্রের সংখ্যা কমবেশি ৬০০। এই পরীক্ষার জন্য প্রযুক্তিগত কাঠামো ১২-১৫ কোটি টাকার মধ্যেই গড়া সম্ভব এবং শুধু পিএসসি কেন, জেএসসি, এসএসসি, এইচএসসিসহ যে কোনো কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত পরীক্ষা খুব সহজেই নেওয়া সম্ভব। এছাড়া বর্তমান প্রশ্নপত্র ছাপা এবং পাঠানোর খরচও অনেক বেশি পড়ে। প্রযুক্তি ব্যবহার করে কেন্দ্রে প্রশ্নপত্র পাঠালে বর্তমানের তুলনায় খরচ কয়েকগুণ কম হবে তাতে সন্দেহ নেই। বর্তমানে উন্নত পৃথিবীতে পরীক্ষার গোপনীয়তা রক্ষার জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা চালু আছে। এ প্রযুক্তি ব্যবহার করে এদেশেও প্রশ্নপত্র ফাঁস রোধ করা সম্ভব। আসল প্রশ্ন হলো, সংশ্লিষ্টরা সমাধান চাইছেন কিনা! দেশে প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনা বিভিন্ন সময় হয়েছে। এখনো হচ্ছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে বর্তমান সরকারের সাফল্য দেশবাসীর কাছে বেশ স্পষ্ট হলেও পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা তাদের সে সফলতাকেই ম্লান করে দিচ্ছে। প্রায় পরীক্ষায়ই এ ন্যক্কারজনক ঘটনা ঘটায় শিক্ষার্থী এবং অভিভাবক মহল চিন্তিত। আর এভাবে চলতে থাকলে শিক্ষা ক্ষেত্রে সাফল্য বজায় থাকবে কিনা তাতেও যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। তাই এটা রোধ করা না গেলে অদূর ভবিষ্যতে একটি নীতিবিবর্জিত প্রজন্ম উপহার দেয়ার মতো বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে বলেই আমরা মনে করি।

* লেখক : সাংবাদিক ও গবেষক